৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ২১ জ্যৈষ্ঠ – ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ ঃ ৫ জুন – ১১ জুন, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 32, 5 JUNE - 11 JUNE, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নারদ ঘুষ মামলায় গ্রেফতার হওয়া চার নেতা ফিরহাদ

হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র এবং শোভন চ্যাটার্জী অবশেষে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে। তবে কেউই মুখ খুলতে পারবেন না প্রকাশ্যে বা সংবাদপত্রে। আরও মামলার নিষ্পত্তির উপর নির্ভর করছে জামিনের স্থায়িত্ব।

রবিবার : ঊর্দ্ধমুখী পেট্রোপণ্যের চলতি ইনিংসে অপ্রতিরোধ্য সেঞ্চুরি

করল পেট্রল। যোগ্য সঙ্গত করছে পার্টনার ডিজেল। তবে এই সেঞ্চুরির দেখা মিলল মুম্বইয়ের পেট্রল পাম্পে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা হতাশ হবেন না। খুব শীঘ্র কলকাতাও পাবে সেঞ্চুরির ছোঁয়া।

সোমবার : অ্যান্টিগা থেকে ডোমিনিকায় পালিয়েও বাঁচতে

পারলেন না ভারতের আর্থিক প্রতারক মেহুল চোকসি। তাঁকে দেখা গেল ডোমিনিকার জেলে মারের যন্ত্রণাকাতর মুখে। মেহুলকে ভারতে নিয়ে আসার প্রক্রিয়ায় গতি পেতেই এই পলায়ন বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

মঙ্গলবার : মেয়াদ বৃদ্ধিতে রাজি না হয়ে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অবসর নিতেই রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হলেন স্বরাষ্ট্রসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। তবে আলাপনকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার : অনেক টানাপোড়েনের পর করোনা সংক্রমণের ভয়ে বাতিল

হয়ে গেল আইএসসি, সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা। রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সূচির প্রকাশের কথা থাকলেও তা বাতিল হয়েছে। আদৌ পরীক্ষা হবে কি না তা দেখতে গড়া হয়েছে কমিটি।

বৃহস্পতিবার : করোনায় মৃতের দেহ এবার তুলে দেওয়া হবে

পরিজনের হাতে। স্বচ্ছ আবরণে দেখতে পারবেন মুখও। সামান্য চেন খুলে পালন করা যাবে ধর্মীয় আচার। নিয়ে যেতে পারবেন নিজেদের শহর বা গ্রামে। তবে কিছুতেই ছোঁয়া যাবে না দেহ। নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।

শুক্রবার : শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল

কেন্দ্রীয় সরকার। নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক টেট উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেটের মেয়াদ এতদিন ছিল সাত বছর। এবার তা বাড়িয়ে আজীবন করে দিল কেন্দ্র।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সামনে ফের কোটাল, আসছে বর্ষা
বুক দুরু দুরু সুন্দরবনের
ফের ভাঙনের ভয়ে

ওঁকার মিত্র : ক্যানিং মহকুমার গোসাবা–বাসন্তী হোক বা কাকদ্বীপের নামখানা–পাথর প্রতিমা কিংবা বারুইপুরের কুলতলি, নোনা জলের ধাক্কায় ভেঙে পড়া বাঁধই এখন কঠিন বাস্তব সমগ্র সুন্দরবন এলাকা জুড়ে। যে সুন্দরবনবাসী পর্যটকদের নিয়ে সারাদিন মেতে থাকে, অপার সমুদ্রে পাড়ি দেয় মাছের আশায়, গহন অরণ্যে ছুটে যায় মধু আর কাঁকড়া আহরণে তারা এখন ভাঙা বাঁধ আর ভেসে যাওয়া সংসারের দিকে তাকিয়ে দিন গুনছে ফের জীবনে ফেরার। এরই মধ্যে কেউ ফিরছেন নিজের ভিটেতে, কেউ আবার কোনও রকমে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছেন দুমড়ে যাওয়া ম্যাটির ঘর। শুরু হয়েছে সরকারি ত্রিপল আর রান্না করা খাদ্য বিতরণ। ঝাঁপিয়ে পড়েছে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও। সরকারের পাশাপাশি তারাও খাদ্য সামগ্রী ও জামাকাপড় নিয়ে চেষ্টা করছে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াবার। শুরু হয়েছে পুনর্বাসনের কাজও। সেচ দফতরের কর্মীরা নেমে পড়েছেন বাঁধ মেরামতির কাজে। কোনও কোনও জায়গায় মূল বাঁধের পাশে গড়ে তোলা হচ্ছে আরও একটা মাটির বাঁধ দ্বিতীয় প্রহরী হিসাবে। শুরু হয়েছে দুয়ারে ত্রাণের আবেদন জমা নেওয়ার কাজ। এক সরকারি আধিকারিক জানালেন, আবেদনপত্র গ্রহণের কাজ চলবে আগামী ১৮ জুন পর্যন্ত, তারপর খতিয়ে দেখা হবে ক্ষতির পরিমাণ।

এরপর তিনের পাতায়

গোসাবায় দুর্গতদের খাবার বিতরণ করছেন সিভিল ডিফেন্সের ভলান্টিয়ারা।

বাঁধের বাঁধন ধুয়ে মুছে গেছে প্লাবনের জলে।

আমাদের বাঁচান না হলে বিষ ছড়িয়ে মেরে দিন

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ইয়াস তান্ডব চালিয়েছিল ২৬ মে। ইয়াসের তান্ডব আর জলোচ্ছ্বাসে তছনছ করে দিয়েছে গোটা সুন্দরবন এলাকা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে মানুষ সহ সুন্দরবনের জীবকুল চরম সংকটে। ইয়াসের তান্ডব এক সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও সুন্দরবনের অধিকাংশ এলাকা নোনা জলে ডুবে রয়েছে। প্রচুর বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে। হাজার হাজার একর চাষের জমি নোনা জলে ডুবে। উঁচু রাস্তায় তাঁবু খাটিয়ে কোনওরকমে দিন কাটাচ্ছেন দুর্গত সুন্দরবন বাসীরা। চলছে ত্রাণ ও পানীয় জলের হাহাকার। তবে সরকারিভাবে ত্রাণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো। ত্রাণের উপর নির্ভর করে দিন কাটছে দুর্গতদের।

ত্রাণের জন্য ভেলায় চড়ে রাস্তার উপর এসেছিলেন বিধ্বস্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের দুলকির বাসিন্দা অজয় গায়েন, শচীন মন্ডলরা। ত্রাণ নিয়ে ভেলায় চেপে রওনা দিলেন কোনও এক ডাঙা জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য। তবে তার আগে তারা দাবি করে বলেন প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে নদীবাঁধ ভাঙছে। প্লাবিত হচ্ছে সমগ্র সুন্দরবন। আমাদের বাঁচতে দেওয়া হোক, সুন্দরবন কে বাঁচানো হোক। সাময়িক ভাবে ত্রাণ না দিয়ে সুন্দরবনের নদীবাঁধ শক্তপোক্ত করে স্থায়ী ভাবে কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করুক সরকার। তাহলে আর বছরের পর বছর উদ্বাস্তুদের মতো ঘুরতে হবে না। সরকার যদি আমাদের দিকে মুখ তুলে না তাকায় তাহলে হেলিকপ্টারে করে সমগ্র সুন্দরবনের উপর বিষ ছড়িয়ে দিক। সব শেষ হয়ে যাক একবারেই। বারে বারে এমন কষ্ট দিয়ে কি লাভ? আমাদের কি বাঁচার অধিকার নেই?

উল্লেখ্য ১০২ টি ছোট বড় দ্বীপ সমন্বয়ে গঠিত সুন্দরবন। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে ৪৮ টি দ্বীপ প্রায় বিলীন হওয়ার পথে। পরবর্তী সময়ে যে কোন মুহূর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বিলীনও হয়ে যেতে পৃথিবীর বৃহত্তম বড়দ্বীপ বাদাবন সুন্দরবন! তাছাড়া গত ২০০৯ সালে আয়লায় সুন্দরবনের প্রায় সাড়ে তিনহাজার কিলোমিটার নদীবাঁধের মধ্যে প্রায় ৭৭৮ কিলোমিটার নদীবাঁধ নিশ্চিহ্ন হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। সেই নদীবাঁধের বেশিরভাগই প্রাথমিক ভাবে মেরামতি হলেও কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি আজও।

এরপর তিনের পাতায়

নোনা জলেও ফলবে সোনা

উৎপল সাহা : গত ৩–৪ জুন পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি ১, খেজুরি ২, রামনগর, মন্দারমনি, কাঁথি–১ ও কাঁথি–২–এর যশ অঞ্চলে প্রয়োজন মতো পাম্প বসানোর জন্য তার আধিকারিকদের তিনি নির্দেশ দেন। তিনি জানান যে, মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশানুযায়ী এই পাম্প বাসনোর জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা বরাদ করা হয়েছে। চাষিদের কথা চিন্তা করে দফতর এবার পাম্প সংক্রান্ত যাবতীয় খরচের সমস্তটাই নিজে বহন করবে বলে তিনি জানান।

এরপর তিনের পাতায়

পরবর্তী বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সঙ্গে তিনি বিস্তারিতভাবে কথা বলেন। জমিতে ঢুকে যাওয়া নোনা জল বের করার জন্য বিভিন্ন

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাড় নিয়ে বাড়ছে ধোঁয়াশা

কুনাল মালিক : আশার কথা হল পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশঃ নিম্নমুখী। গত বৃহস্পতিবার রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৮৮১১ জন। মৃত ১০৮ জন। গত ১৬ মে যখন কার্যতঃ রাজ্যে লকডাউন শুরু হল তখন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার। অনেকের অভিমত বাস–ট্রেন–মেট্রো সহ গণ পরিবহন বন্ধ হওয়ায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে। সরকারি মদ দোকান আবার দুপুর ১২–৩টা পর্যন্ত খুলে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে খুচরো দোকান ১২–৩ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এই খুচরো দোকান নিয়ে মানুষের মনে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এমনিতে সকাল ৭–১০টা পর্যন্ত অধিকাংশ দোকান তো খোলা ছিলই। এখন দেখা যাচ্ছে দুপুর ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সব দোকানই কয়েকটি অঞ্চলে খোলা থাকছে। এর ফলে লোকজন অটো–বাইক নিয়ে বাজারে ভিড় জমাচ্ছে। প্রথম দিকে যেমন কড়াকড়ি ছিল, এবং রাস্তাঘাটে কম গাড়ি চোখে পড়ছিল, এখন কিন্তু ধীরে ধীরে জনগণের ভিড় বাড়ছে। আবার গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নবান্নে বিভিন্ন বণিক সভার সঙ্গে বৈঠক করেন। যেখানে তিনি বলেছেন হোটেল–রেস্তরাঁ ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খুলতে পারে। তবে কর্মীদের টিকা নিতে হবে এবং কোভিড স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে। কবে থেকে খোলা যাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে তিনি বলেন নি। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে সেটা সম্ভবতঃ ১৬ জুন থেকে। কিন্তু গ্রাম–গঞ্জের হোটেল ফাস্ট ফুড সেন্টারের মালিকরা অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, তারা কি ৪ জুন থেকে তাদের হোটেল ফাস্ট ফুড সেন্টার খুলতে পারবে? এ ব্যাপারে পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সরকারি নানা নির্দেশ নিয়ে আমাদেরও মনে ধোঁয়াশা আছে, তাই কিছু বলতে পারব না। শুক্রবার দুপুরে এক বিডিও জানান, সরকারী নির্দেশ এখনও হাতে পাইনি, তাই মন্তব্য করতে পারব না। তবে সাধারণ মানুষের অভিমত হল, ধীরে ধীরে আনলক পর্ব শুরু হোক, কারণ মানুষের জীবন জীবিকার প্রশ্ন আছে। তবে দুম করে যেন বাস–ট্রেন চালু না হয়, কারন তাহলে আবার করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। আবার করোনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন এরপর আবার তৃতীয় ঢেউ অপেক্ষা করছে। তাই সাবধানের মার নেই।

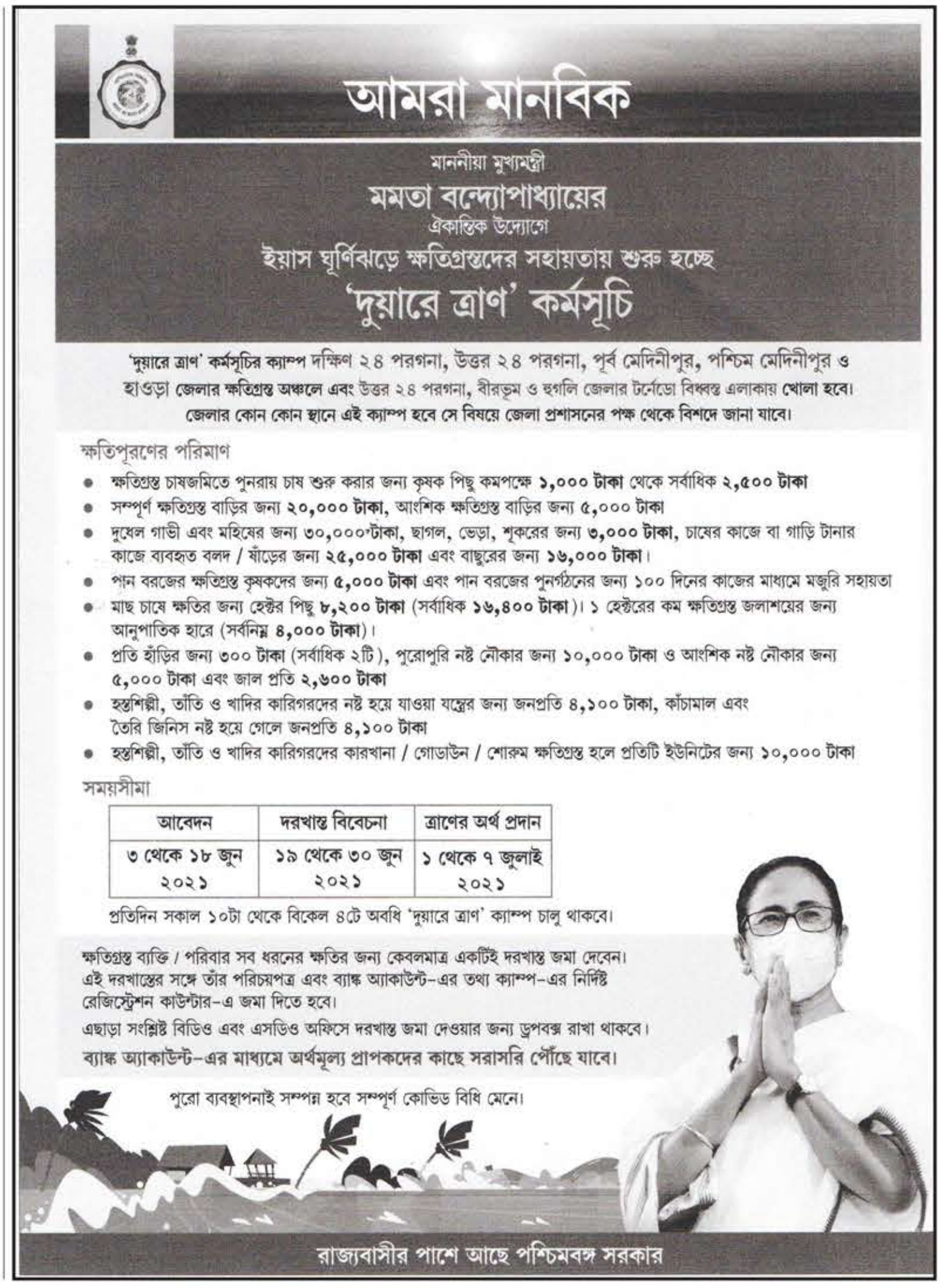

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৫ জুন - ১১ জুন, ২০২১

আগে ভ্যাকসিন পরে পরীক্ষা

এই মুহূর্তে পশ্চিম বাংলায় লক্ষ লক্ষ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, তাদের পরিবার পরিজন গভীর অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষাগুলি বাতিল করেছে। এই একই পথে হেঁটেছে বহু রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কমিটির অনেকের ভাবনা চিন্তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রায় মাঝ পথেই শেষ করে দিতে হয়। সারা বিশ্ব এমন মহামারি কোনও দিন দেখেনি। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ এই ব্যাপারে টালমাটাল। শিক্ষা মানুষের অন্যতম অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে সংবিধানে। অন্যদিকে 'ভারতীয় সংবিধানের নির্বাচন'ও একটি অতি দরকারী বলে রাজনৈতিক দলগুলি মনে করে। বিজ্ঞানীরা করোনার 'ডেল্টা স্ট্রেন'কে দ্বিতীয় সংক্রমণ তরঙ্গের ভয়াবহতার অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আট পর্যায়ের নির্বাচন, নানা সভা সমিতির করোনার বাড় বাড়ন্ত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

একশো তিরিশ কোটির ভারতবর্ষে স্বাভাবিক ভাবেই ভ্যাকসিনের চাহিদা তুঙ্গে। ১৮ বছরের তলায় বয়স্কদের ভ্যাকসিন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। যারা করোনার প্রথম সারিতে কাজ করছেন তাদের অধিকাংশই দুটি ডোজের ভ্যাকসিন পেয়ে গেছেন। ভ্যাকসিন নিয়ে, করোনার ওষুধ পত্র নিয়ে কালোবাজারির নানা গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বহু ক্ষেত্রেই সে সব অভিযোগের সারবত্তা আছে। ভোট উৎসবের পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রীদের জীবনের বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক নিয়ে রাজ্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছে। পশ্চিমবাংলার বহু ছাত্র ছাত্রীর বাড়িতেই স্মার্ট ফোন কিংবা ইন্টারনেট সহজলোভ্য নয়। এরই মধ্যে বেসরকারি ও কিছু সরকারি বিদ্যালয় অনলাইন পড়াশোনার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে বহু ছাত্র ছাত্রী বিশেষ করে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে অনলাইনের মাধ্যমে পড়াশুনো অনেকটাই সোনার পাথর বাটির মতো হয়েছে। তবু এরই মধ্যে নিয়মিত ভাবে শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সাহায্যে অভিভাবকদের হাতে চাল ডাল ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীরা মিড ডে মিলের চাল ডাল বিদ্যালয়ে আনতে এলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়তো। বহু ক্ষেত্রেই নিয়মিত শ্রেণি কক্ষে পঠন পাঠন বন্ধ রাখা হয়। যদিও লকডাউনের প্রথম দিকে বেশ কিছু দিন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস চলেছিল। সংক্রমণ ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় সেক্ষেত্রে রাশ টানতে হয়। লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী একই সাথে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসলে কুম্ভ মেলা বিপর্যয়ের থেকেও ভয়ংকর করোনা বিপর্যয় ঘটতে পারে। করোনার পাশাপাশি লাল ছত্রাক লাল চোখ রাঙাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যারা এখনো ভ্যাকসিন পায়নি তাদের ক্ষেত্রে আগামী মাসে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিলে প্রাণঘাতি হয়ে উঠতে পারে। পরীক্ষা এক মাস পিছিয়ে দিয়ে এরই মধ্যে পরীক্ষার্থীদের ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করতে পারলে তা অনেকটাই বাস্তববাদী হয়ে উঠতো বিশেষ করে সিঙ্গেল ডোজের রাশিয়ান স্ফুটনিক ৫ ভ্যাকসিন পরীক্ষার্থীদের দিলে তা দেশের ছাত্র সমাজকে বাঁচাবে।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুয়ারে ভ্যাকসিনের মতোই স্কুলে স্কুলে ভ্যাকসিন পৌঁছে গেলে অভিভাবকরাও স্বস্তি পাবে। ইতিমধ্যেই কলকাতার সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল পরীক্ষার পরিবর্তে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করেছে। এই পথে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দফতর ও স্বাস্থ্য দফতরের সমন্বয়ে হাজার হাজার বিদ্যালয়ে ভ্যাকসিন পৌঁছে দিতে পারলে আগামী দিনে নির্ভয়ে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে পারবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবর্ষ কিছুটা পিছিয়ে দিলেও ক্ষতি নেই তাতে দেশের আগামী প্রজন্ম সুরক্ষিত থাকবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র বারো

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূব ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাম্ রতাঃ ।।১২।।

অনুবাদ

দেবতার উপাসনায় যারা নিয়োজিত, তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপাসকগণ আরও অন্ধকারময় লোকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে ওপারে ব্রহ্মজ্যোতি বিরাজমান এবং বৈকুণ্ঠলোকসমূহ এই ব্রহ্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এই ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থিত সর্বোচ্চ গোলোক বৃন্দাবন বা কৃষ্ণলোক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থল। ভগবান কখনও এই কৃষ্ণলোক ত্যাগ করেন না। যদিও তাঁর নিত্যপার্ষদ সহ তিনি সেখানে বসবাস করলেও, পূর্ণ মায়িক জগৎ এবং চিন্ময় জগতের সর্বত্রই তিনি বিরাজমান। এই কথা ঈশোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঠিক সূর্যের মতো ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান, তবুও সূর্য যেমন বিপথে চালিত না য়ে তার নিজস্ব কক্ষপথে অবস্থিত, তেমনই তিনিও একই স্থানে অবস্থিত।

কেবলমাত্র চন্দ্রে অভযান দ্বারা জীবনের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আজকাল অনেক কপট উপাসক আছে যারা নাম এবং যশ লাভের জন্য ধার্মিক হয়। এই সব কপাট ধার্মিক ব্যক্তিরা মায়িক জগৎ ত্যাগ করে চিদাকাশে উপনীত হতে প্রয়াস করে না। তারা ভগবৎ উপাসনার ছলে এই জড় জগতে নিজেদের পদমর্যাদা রক্ষা করতে চায় মাত্র। নাস্তিক ও নির্বিশেষবাদীরা এইসব মূঢ়, কপট ধার্মিকদেরকে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করে গভীর অন্ধকারময় লোকে পরিচালিত করে। নাস্তিকেরা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার

ফেসবুক বার্তা

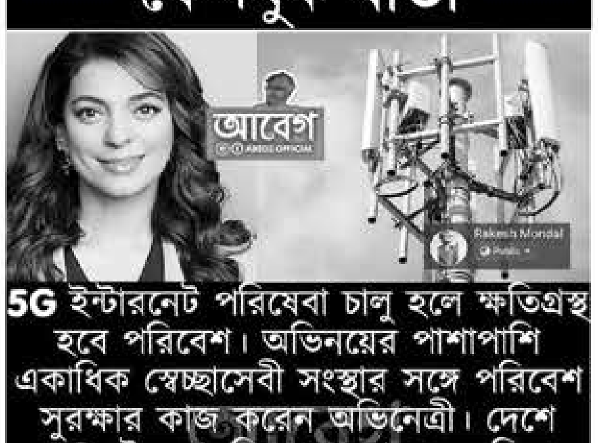

5G ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে পরিবেশ। অভিনয়ের পাশাপাশি একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষার কাজ করেন অভিনেত্রী। দেশে 5G টেকনোলজি এলে তার তেজস্ক্রিয় রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে জনজীবন তথা পশুপাখি ও উদ্ভিদের উপর। সোমবার এই দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন জুহি চাওলা

গাছপালা, পশুপাখি বাঁচানো আমাদের কর্তব্য। প্রত্যেকটি প্রাণ গুরুত্বপূর্ণ

অবলুপ্তির পথে সুন্দরবন, রক্ষা করা জরুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ অবলুপ্তির পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে সমগ্র সুন্দরবন। এমনই এক বিশাল আশাঙ্কাজনক চিন্তা ভাবিয়ে তুলেছে সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদদের। রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সাগরে তলিয়ে যাবে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবনের ১৫ শতাংশ। ইদানিং গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব বাড়ছে । ফলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা সুজলা সুফলা বসুন্ধরার শ্যামলিমায় আগ্রাসী থাবা বসিয়েছে। পৃথিবী ব্যাপি অর্থ লালসা ও অতৃপ্ত আর্থিক বাসনা পূরণের প্রকৃতিকে সংহার করার অশুভ প্রয়াসের ভয়াবহ পরিণাম আমরা প্রতিদিনই টের পাচ্ছি। গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে।

সেই পরিস্থিতির চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে সুন্দরবনকে বাঁচাতে এগিয়ে হলে বৃক্ষ রোপণ এবং প্লাসটিক থার্মোকল ব্যবহার বন্ধ করা জরুরি। জরুরি যত্রতত্র বৃক্ষ নিধন ব্যাপারটিও। উল্লেখ্য পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। শুধুমাত্র বাংলাতে নয় সমগ্র দেশ তথা বিশ্বের এক অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ১৯৮৪ সালের ৪ মে জাতীয় অভয়ারণ্য হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এমনই ধারণা বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী ও গবেষকদের। পাশাপাশি তাঁদের ধারণা সুন্দরবনে বসবাসকারী প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ সুন্দরবন বাসীর জীবন যে কোনওসময় বিপন্ন হতে পারে।

বর্তমানে এমন কঠিন এবং ভয়ঙ্কর বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন সুন্দরবন বাসী। পরিবেশ কে বাঁচিয়ে রেখে সুন্দরবন কে রক্ষা করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ বা লক্ষ্য। সহস্র শতাব্দীর এই সুন্দরবনের বাসিন্দাদের করুণ বেদনা যন্ত্রণা নিত্য সঙ্গীসাথী। সমস্যা আর সমস্যা জর্জরিত এই পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। বিশ্ব উষ্ণায়নের কবলে পথে সুন্দরবনের ১৯ টি ব্লক ধীরে ধীরে লোনা জলে নিমজ্জিত হতে চলেছে। এমনই রহস্য জনক ঘটনাই ভাবিয়ে তুলেছে সমগ্র সুন্দরবনের সমগ্র প্রাণী কুলকেও।

আনুমানিক ১৭৭০ সালে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ে তোলার পাশাপাশি চাষ-আবাদ শুরু করেছিলেন বাদাবনের বাসিন্দারা। যদিও জনবসতি গড়ে তোলার কয়েক বছর পর জলোচ্ছ্বাসে এবং প্রবল ভূমিকম্পে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকের মানুষ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছিল বলে জানা যায়। তারপর ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও সম্পত্তিকে সরকারের নিজস্ব বলে ঘোষনা করেন। এরপর সাধারণ বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট দ্বীপগুলিকে নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে থাকেন তাঁরা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঁধ তৈরী হয়নি। ফলে ২০০৯ সালের ২৫ মে সোমবার বিধ্বংসী আয়লার পর সুন্দরবনের নদীবাঁধের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। ফলে সেই সময় সমগ্র সুন্দরবনে ৩৫০০ কিলোমিটার নদী বাঁধের মধ্যে ৭৭৮ কিলোমিটার নদীবাঁধ প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর থেকেই অনবরত সুন্দরবনের বাদাবন ধ্বংস হওয়ায় ভূমিক্ষয় ও বাড়ছে। সুন্দরবনের অরণ্য ও নদী-নালা সহ বর্তমান মোট আয়তন ৯৬২৯.৯ বর্গ কিলোমিটার। অন্যান্য মিলিয়ে ৫৩৬৩.৪ বর্গ কিলোমিটার, আবার এর মধ্যে ৭,৮৭,৫০০ একর (২৩,৬২,৫০০ বিঘা) জমি কৃষিকার্যোর। আর সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৪২৬৪ বর্গ কিলোমিটার । জলজঙ্গল নদী-নালা বেষ্টিত সুন্দরবনে প্রায় ৪০০ প্রজাতির গাছ ও অগাছা, অসংখ্য প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, পাখি, সাপ, জীবজন্তু দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনের মোট ১০২ দ্বীপের মধ্যে ৫৪ টি ধ্বংস হয়ে গেছে। আছে মাত্র ৪৮ টি। আবার এর মধ্যে ঘোড়ামারা দ্বীপ দিকে দিকে এগিয়ে চলেছে।

১৮৭২ সালে সুন্দরবনে প্রথম জনগণনা শুরু হয়। সেই সময় জনসংখ্যা ছিল ২,৯৬,০৪৫ জন। আর বর্তমানে জনসংখ্যার বিস্ফোরণে জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ। মোট ১৯টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ১৩টি ব্লক আর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ৬টি ব্লক নিয়ে গঠিত এই বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন (ভারত)। গত ২০০৯ সালের বিধ্বংসী আয়লা ঝড়ে প্রচুর কৃষি জমি নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে আগামী দিনে সুন্দরবনের মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

প্রতমত অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীরা, তারপর লোকালয়ে সুন্দরবনের রাজা দক্ষিণরায়ের (বাঘ) প্রায়ই আনাগোনা, এছাড়াও বিশ্বের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র সুন্দরবন কে বাঁচানোর দৃঢ় অঙ্গীকার। সুন্দরবনের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন। বর্তমানে জীবন জীবিকার সন্ধানে অধিকাংশ মহিলা পুরুষ অন্যরাজ্য পাড়ি দিয়ে চলে যাচ্ছেন। আবার জনসংখ্যা ও কালক্রমে দ্রুত হারেই বেড়ে চলেছে। সমগ্র সুন্দরবনের জমি এক ফসলি চাষের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনও উপায় নেই! গভীর নলকূপ বসানো কোথাও সম্ভব নয়। সবই লবণাক্ত জল যা কিনা চাষের পক্ষে ক্ষতিকর! যার জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করতেই হয়। সুন্দরবনে মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য ছোট বড় মাঝারি শিল্প প্রয়োজন। বর্তমানে সুন্দরবন উন্নয়ণ পর্ষদের সৌজন্যে আজ সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে সংযোগ ঘটেছে সেতুর মাধ্যমে, জ্বলছে বিদ্যুতের আলো। বর্তমানে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ এবং বিজ্ঞানীদের দাবি পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত সুন্দরবনের হাতে! তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে আমাদের (সুন্দরবনের বাসিন্দাদের) কোন কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কোন জেলা রক্ষা পাবে না।

অন্যদিকে আবার বিশিষ্ট গবেষক বিজ্ঞানীদের ধারণা সুন্দরবনের উপর 'ওয়ার্ড', 'লায়লা', 'বান্দু' কিংবা 'ফিয়ান' ফণি, বুলবুল, আম্ফান, যশ এরপর আবারও বড় ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটতে পারে যে কোনও মুহূর্তে।

ফলে আগামী দিনে সুন্দরবনকে ভয়াবহ অবস্থার হাত থেকে বাঁচানো যায় তার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সুন্দরবনের বাসিন্দা এবং দেশের রাজনৈতিক, সমাজকর্মী, গবেষক এবং বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। নচেৎ বিশ্বের বৃহত্তম বড়দ্বীপ তথা আর্ন্তজাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র সুন্দরবনের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং একদিন বিশ্ব মানচিত্র হতে লুপ্ত হয়ে সলিল সমাধি ঘটবে! পৃথিবীর নবপ্রজন্মের কাছে শুধুই পড়ে থাকবে সুন্দরবন নামক ইতিহাসের একটি মাত্র ছেঁড়া পাতা মাত্র!

পক্ষীকূল ফিরে পেল নীড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছড়ে পড়ছে সুন্দরবনের উপর। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জর্জরিত সমগ্র সুন্দরবনের মানুষজন সহ অন্যান্য জীবকুল। বিভিন্ন সময়ে সুন্দরবনের বুকে আছড়ে পড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে কখনও অনাহারে হারাতে হচ্ছে প্রাণ। কখনও বা বেঁচে থাকার আশ্রয়টুকুও হারাতে হচ্ছে। প্রকৃতির খোলা আকাশের নীচে বসবাস করতে হচ্ছে চাতকের ন্যায়। চিরাচরিত ভাবে এমনই চলে আসছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৯ ব্লক নিয়ে সুন্দরবন। ছোট, বড় মিলিয়ে বর্তমানে ১০২ দ্বীপ রয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের বসবাস। মানুষ সহ রয়েছে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী, বিভিন্ন ধরণের পক্ষীকুলও। বিগত দিনে আয়লা, ফণি, বুলবুল, আম্ফানের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়

'ইয়াস' সমগ্র সুন্দরবনের উপকুল এলাকায় তান্ডব চালিয়েছে ২৬ মে। জলোচ্ছ্বাস ও নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে সমগ্র সুন্দরবন। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সুন্দরবন বাসী। পাশাপাশি জলের

তোড়ে ভেসে গিয়েও প্রাণে বেঁচেছে বন্য হরিণ। তবে হরিণ প্রাণে বাঁচলেও সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে মিষ্টি জল না পেয়ে অনাহারে মারা গিয়েছে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এসবের মাঝে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুন্দরবনের সমস্ত প্রজাতির পক্ষীকুল। ইয়াসের তান্ডব আর জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে অজস্র পাখির নীড়। নীড় হারা পাখিরা যাতে করে বাসায় ফিরতে পারে তারজন্য অভিনব উদ্যোগ নিলেন সুন্দরবনে এক যুবক। তৈরি করলেন কৃত্রিম বাসা। বাসার জন্য মাটির ভাঁড় নিয়ে সুন্দরবন সংলগ্ন বিভিন্ন গাছে বেঁধে দিচ্ছেন। এর ফলে পাখিরা ফিরে পাবে তাদের আস্তানা এমনই দাবি যুবকের।

যুবক ফারুক আহমেদ সরদার এমন অভিনব উদ্যোগ সম্পর্কে জানিয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষের যেমন ক্ষতি হয়েছে, তেমনই পাখিদের ও ক্ষতি হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পাখিদেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সেই কারণে বাসাহীন পাখিরা যাতে বাসা ফিরে পায় তার জন্য এমন উদ্যোগ নিয়েছি।

ত্রাণ নিয়ে মাঠে নামলেন অধ্যাপক, শিক্ষক ও ব্যাঙ্ক কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলছে মহামারি করোনার তান্ডব। তারপর ভরা কোটাল আর ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। এই ত্রিফলার দাপট দেখিয়ে তছনছ করে দিয়েছে সুন্দরবন উপকূলবর্তী মানুষের জীবনযাত্রা। সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ এখন দিশাহারা। গ্রামের পর গ্রাম নদীর লবণাক্ত জলের তলা। অসহায় মানুষগুলো আশ্রয় নিয়েছে রাস্তার উপর তাবু খাটিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। রাতে ঘুম উবে গিয়েছে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে জলে ডুবে যাওয়া ভিটেমাটির দিকে। খালবিল, পুকুরে লবণাক্ত জল ঢুকে যাওয়ায় সমস্ত মাছ মরে ভেসে উঠেছে। চারিদিকে শুধু রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ আর দুর্গন্ধ। চিন্তায় রয়েছেন এই না আবার থাবা বসায় ডায়রিয়া!

অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পারলেও খোলা আকাশের নীচে বসে খিদের জ্বালা আর পানীয় জলের জন্য চাতকের মতো তাকিয়ে নদীর দিকে। হয় তো এই বুঝি ত্রাণ আসছে!প্রত্যন্ত সুন্দরবনের অসহায় বিধ্বস্ত মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন কলতাকাতা কয়েকজন অধ্যাপক, ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী হাইস্কুলের বেশ কিছু শিক্ষক ও ব্যাঙ্ক কর্মীরা। তাঁদের উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের গোসাবা ব্লকের দুলকি, পাখিরালয়, রাঙাবেলিয়া, রুস্তমের মোড় সহ অন্যান্য প্রান্তিক এলাকার প্রায় ৩৫০ অসহায় পরিবারের হাতে চাল, ডাল, তেল, আলু সহ শুকনো খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জল তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও শিশুদের হাতে মুড়ির প্যাকেট, চিঁড়ের প্যাকেট, ছাতুর প্যাকেট,

সুজির প্যাকেট, সোয়াবিন প্যাকেট, বিস্কুট প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের বোতল তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রায়বাঘিনী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুমিত ব্যানার্জী, পবিত্র মন্ডল, শুভেন্দু দাস, শম্ভু নস্কর সহ অন্যান্যরা। সুমিত বাবু বলেন, 'আমরা সুন্দরবনের অসহায় মানুষের পাশে সামান্য কিছু ত্রাণ নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি মাত্র। আগামী দিনেও আমাদের এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।' অন্যদিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণ পেয়ে খুশি শ্যামল মন্ডল, সুশী নস্কর, সুপ্রিয়া বর, সুস্মিতা দাস, কবিতা বৈদ্য।

গাঁজা সহ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি :গাঁজা সহ দুজনকে গ্রেফতার করল আশিঘর ফাঁড়ির সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতদের নাম সমীর রায় ও রমেশ রায়। এদের মধ্যে একজন দক্ষিণ

এক্তিয়াশাল এবং অপরজন ভোলানাথ পাড়ার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাণেশ্বর মোড় এলাকায় অভিযান চালায় আশিঘর ফাঁড়ির সাদা পোশাকের পুলিশ। সেখানে প্রথমে এই দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। তারপর তল্লাশি চালাতেই তাদের কাছে থাকা দুটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২লক্ষ ৫০হাজার টাকা। ধৃত দুজন বহুদিন ধরেই শহরে অবৈধভাবে গাজার কারবার চালাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা মোকাবিলায় রাজ্যে আজ লকডাউন চলছে আর এমতাবস্থায় চারিদিকে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে ফলে তারা দিনে দু মুঠো ভাতও জোগাড় করতে পারছেনা,আর এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ছে রেড লাইট এরিয়ার এই মানুষগুলো। এসব দেখে জলপাইগুড়ির কিছু ছেলে মেয়েরা উদ্যোগ নিলেন এদের জন্যে কিছু করার, তাই তারা জলপাইগুড়ি আশার আলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে ৩০টি পরিবারের হাতে তুলে দিল কিছু খাদ্য সামগ্রী। ওদের এই উদ্যোগে অনেক মানুষ এগিয়ে এসেছেন, তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

চাল-৪কেজি, ডাল-৫০০ গ্রাম, তেল-২০০ গ্রাম, সোয়াবিন - ২০০ গ্রাম, আটা-১ কেজি, সাথে ৫টা করে ডিম এবং বিস্কুট ১ প্যাকেট। মানুষের সহযোগিতায় এই কাজ করে চলছে সদস্য ও সদস্যারা প্রত্যেকেই কর্মরত। তা সত্বেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রিয়াঙ্কা সরকার, সেঁজুতি তরফদার, বিরাজ দাস, অরিজিৎ ঘোষ, পরীক্ষিত রায়, পলাশ কুমার দে আরও অনেক সদস্যারা যুক্ত থাকছেন।

পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন গৌতম

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য শান্তিনগরের বাসিন্দা স্বর্গীয় নন্দ দুলাল রায় কিছুদিন আগে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর তার স্ত্রী কবিতা রায় ও মারা যান। বাবা মাকে হারিয়ে দিশেহারা তিন ভাইবোন। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের প্রশাসক মন্ডল এর চেয়ারম্যান গৌতম দেব সোমবার দিন মধ্য শান্তিনগরে তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। গৌতম দেব জানিয়েছেন বাবা মাকে হারিয়ে দিশেহারা তিনজন ভাই বোন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে তিন ভাইবোনের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া পুর নিগমের পক্ষ থেকে মাসিক ২ হাজার টাকার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। গৌতম দেব আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের সংসার যাতে ঠিকমত চলে তার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হবে। বড়ো নন্দিতা রায় পরে দশম শ্রেণিতে, মেজো মেয়ে পড়ে অষ্টম শ্রেণিতে, ছোট ছেলে পড়ে অষ্টম শ্রেণিতে। কোনভাবেই যাতে এই ছেলে মেয়েগুলো এর পড়াশোনার ক্ষতি না হয় সেদিকে বিশেষ ভাবে দেখা হবে জানিয়েছেন গৌতম দেব।

মন্দিরের দান চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির সূর্যসেন কলোনি ব্লক ডি'এর রামদেব জী মন্দিরে চুরির ঘটনা। সোমবার রাতে মন্দিরে দান বাক্স ভেঙে টাকা লুট করে পালায় চোর। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি নজরে আসে মন্দির কমিটির সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের। জানা গিয়েছে, মন্দিরের দান বাক্স থেকে প্রায় ৩৫-৪০ হাজার টাকা চুরি করা হয়েছে। গত ২ বছর ধরে সেই দান বাক্সটি খোলা হয়নি। ঘটনার পর এন জে পি থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে। এদিন সকালে বাসিন্দারা দেখেন তালাবন্ধ রয়েছে গেট। দান বাক্স ভেতরের গেটের সামনে খোলা অবস্থায় রাখা। সেখানে বাঁশ ও তার পড়ে রয়েছে। সেগুলি দিয়েই দান বাক্সটিকে গেটের সামনে টেনে আনে চোর। এরপর তালা ভেঙে টাকা নিয়ে যায়। কয়েকদিন আগেও এলাকায় একটি মন্দিরে চুরি হয়েছে।

স্টেশনে নিখোঁজ স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় বৌকে হারিয়ে মানসিক অস্বস্তিতে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের সোনাখালীর বাচ্চু মহম্মদ। জটিল রোগে আক্রান্ত স্ত্রী রাবেয়া। কলকাতা বেলভিউ ক্লিনিকের চিকিৎসকের পরামর্শে চিকিৎসা চলছিল তার। বেশ কিছু টেস্ট বাকি সেই মতো গত ২০ তারিখ কলকাতা পৌঁছে জানতে পারেন লকডাউনের কারণে অনুপস্থিত রয়েছেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক। অগত্যা পুরোনো প্রেসক্রিপশনে ওষুধ কিনে ঘরে ফেরার তাগিদে শিয়ালদা স্টেশনে পৌছন তারা। টিকিট কেটে বৌকে রেখে জল আনতে গিয়ে ফিরে দেখেন বৌ নেই। এদিকে প্ল্যাটফর্মে যথা সময়ে পৌঁছে যায় উত্তর বঙ্গ এক্সপ্রেস। স্ত্রীর খোঁজে ট্রেনে উঠে খোঁজ চালিয়েও মেলেনি স্ত্রীর দেখা। কয়েক স্টেশন পর নেমে ফের ফিরে যান শিয়ালদা স্টেশনে। কিন্তু সেখানে পৌঁছলেও যথাযোগ্য প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ নেয়নি রেলওয়ে পুলিশ। উপায় না পেয়ে অবশেষে বাড়ি ফিরে যাবতীয় কাগজ পত্র নিয়ে ফের কলকাতা ছোটেন অভিযোগ জমা করতে। এবারে অভিযোগ নেন রেল কর্তৃপক্ষ। শুরু হয় তদন্ত সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলে দেখা যায় স্টেশন ছেড়ে বেড়িয়ে যাচ্ছেন রাবেয়া। ঘটনা উপলব্ধি করে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে নিখোঁজের খোঁজ পেতে যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হলেও অসুস্থ স্ত্রীর চিন্তায় অজানা আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে বাচ্চু মহম্মদের। তাকিয়ে রয়েছেন স্ত্রীর ফিরে আসার পথ চেয়ে।

সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু মহিলা মৎস্যজীবীর

সুভাষ চন্দ্র দাশ :প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতের নাম ভগবতী মন্ডল(৩৮)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝিলা ৪ নম্বর জঙ্গল লাগোয়া নদীখাড়িতে । মৃতের বাড়ি গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চরঘেরী এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ইয়াসের দাপটে জলোচ্ছ্বাসে সমগ্র সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকা নোনা জলে জলময়। প্রচুর বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে। অসহায় হয়ে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ সহ সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবীরা। একদিকে লকডাউন আর অপরদিকে তান্ডব চালিয়েছে ইয়াস। এলাকার মৎস্যজীবী সহ অন্যান্যরা রয়েছেন চরম দুর্ভোগে। কখনও অনাহারে কখনওবা অর্ধাহারে দিনযাপন করতে হচ্ছিল। আবার নদীর তীরে বসে ত্রাণের অপেক্ষায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। এমন চরম সংকটময় অবস্থায় সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত চরঘেরী এলাকার মৎস্যজীবী অতিম মন্ডল তার স্ত্রী ভগবতী মন্ডল ও প্রতিবেশী মৎস্যজীবী সন্ধ্যা মন্ডলকে নিয়ে মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন মাছ কাঁকড়া ধরার জন্য প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝিলা ৪ নম্বর জঙ্গলে। নদীখাঁড়ি দিয়ে যাওয়ার সময়

খাড়ির কাছে একটি বাঘ কে পড়ে থাকতে দেখেন তারা। তখনই তাদের মনে পড়ে গত কয়েকদিন আগে অসুস্থ বাঘের কথা এবং বাঘকে বনকর্মীরা জল খাইয়েছিলেন সেই কথা। বাঘটিকে দেখার জন্য মৎস্যজীবীরা নৌকা নিয়ে জঙ্গল লাগোয়া নদীখাড়ি ধরে বাঘের কাছাকাছি হাজির হয়। ইয়াসের দাপটে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ক্ষুধার্ত বাঘও শিকারের আশায় ঘাপটি মেরে পড়েছিল খাড়ির কাছে। বাঘ তার শিকারকে নাগালের মধ্যেই পেয়ে যায়। মৎস্যজীবীরা কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাঘ একলাফে নৌকায় উঠে ভগবতী দেবীর ঘাড়ে কামড় দিয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গীরা মুহূর্তে বাঘের মুখের মধ্যে গামছা ঢুকিয়ে দিয়ে বাঘের সাথে লড়াই করে ভগবতী দেবী কে বাঁচানোর জন্য। দীর্ঘ প্রায় ৩০ মিনিট রুদ্ধশ্বাস লড়াই চলে বাঘে মানুষে। অবশেষে বেগতিক বুঝে বাঘ তার শিকার ছেড়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সঙ্গীরা ভগবতী দেবীকে উদ্ধার করে নৌকায় তোলেন। দাঁড় বেয়ে নৌকা নিয়ে তড়িঘড়ি রওনা দেয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মাঝপথেই নদীতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই মহিলা মৎস্যজীবী। এরপর বাঘের আক্রমণে মৃত স্ত্রীকে নিয়ে চরঘেরী এলাকার গ্রামের বাড়িতে চলে আসে। একদিকে করোনা আর অপরদিকে ইয়াসের তান্ডবে জর্জরিত এলাকার মানুষের কাছে সকালে এমন দুর্ঘটনার কথা পৌঁছলে শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়।

পাথরপ্রতিমা ঘুরে দেখলেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ সুন্দরবনে পাথর প্রতিমা বিধান সভা পরিদর্শনে আসলেন অভিষেক ব্যানার্জি। রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাহেন্দ্রপুর শিব প্রসাদ ভাগবচন্দ্র হাইস্কুলে হেলিপ্যাডে আসেন দুপুর একটায়। এরপর ধ্রুব বাজারের ফ্লাড সেন্টার পরদর্শন করেন। কথা বলেন দূর্গত মানুষদের সঙ্গে। ভিজিট করার পর গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েত বাঁধ পরিদর্শন করেন। রামগঙ্গা ঘাট থেকে লঞ্চে করে পরিদর্শনে ছিলেন

জেলার সভাধিপতি সামিমা সেখ, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, পাথর প্রতিমা বিধায়ক সমির জানা রয়েছেন, জেলার যুব সভাপতি সৌকত মোল্লা, পাথর প্রতিমা বিডিও। গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েত দুর্গতদের লঞ্চে পরিদর্শনে অংশ নেন। পাথর প্রতিমা বিধানসভা যেখানে পনেরোটি গ্রাম পঞ্চায়েত মধ্য তেরোটি গ্রাম পঞ্চায়েত নদীমাতৃক। ক্ষতি হয়েছে বসতবাড়ি, চাষের জমি। মাছের ঘেড়ি। গোবদিয়া নদী লঞ্চে করে পরিদর্শনের সময় এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথমত আমফান দুর্নীতি বা বুলবুল দুর্নীতির মতো যেন সমস্যা না হয় সাধারণ মানুষের। প্রকৃত ক্ষতি গ্রস্তরা যেন ক্ষতিপূরণ পান এলাকায়। উঠে আসে ত্রাণ নিয়ে কোন গোলোযোগ যেন না থাকে। দুয়ারে সরকার আসার সময় হয়েছে । তাই সব দিক খতিয়ে দেখতে সরেজমিনে হাজির অভিষেক। অভিষেক ব্যানার্জির আসা ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ছিল সুন্দরবন পুলিশ জেলার। জল পথ ছিল নিরাপত্তা আটোসাঁটো।

রেশন দোকানে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেশন দোকানে ৫ কেজির বদলে ২ কেজি চাল সহ রেশন সামগ্রী কম দেওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে কসবা রেশন দোকানে ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় ইটপাটকেল ছোড়ে গ্রাহকরা। পাঁড়ুই থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে রেশন ডিলার সত্যনারায়ণ রায়।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ মে সন্ধ্যায় রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত হয়ে ছিয়াশি বছরের এক মহিলার মৃত্যু হয়। করোনা আক্রান্ত হয়ে ওই মহিলা ২৫ মে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। নলহাটি পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের বাহান্ন বছরের এক মহিলা ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় সোমবার সকালে গোকরুল গ্রামে বৃক্ষরোপন করেন দুবরাজপুর বিধায়ক অনুপকুমার সাহা । দুবরাজপুর পুরসভার পাঁচ নং ওয়ার্ডে স্যানিটাইজ ও মাস্ক বিতরণ করে সচেতনতা গড়ে তোলেন বিধায়ক। রবিবার সকালে খয়রাশোল ব্যবসায়ি কল্যাণ সমিতি হাতে করোনা মোকাবিলায় একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও একহাজার মাস্ক তুলে দেন বিধায়ক অনুপকুমার সাহা। খয়রাশোল ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সহসম্পাদক অনুপম বাগ বলেন আমরা বিধায়কের কাছে আহ্বান জানালে বিধায়ক আমাদের আহ্বানে সারা দিয়ে আমাদের হাতে একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার তুলে দেন। এতে খয়রাশোলবাসি ব্যাপক উপকৃত হবে। লোকপুর অঞ্চলের বিশালপুর গ্রামে গ্রামবাসীদের হাতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার তুলে দেন বিধায়ক অনুপকুমার সাহা। ২৯ মে সকালে দুবরাজপুর পুরসভার ২ নং ওয়ার্ড রঞ্জনবাজারে মাস্ক বিতরণ, ব্লিচিং পাউডার ও স্যানিটাইজ নিজের হাতে করেন বিধায়ক অনুপকুমার সাহা। স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা পুকুরে মিশছে দূষিত বর্জপদার্থ। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন বিধায়ক। বুধবার বীরভূম জেলাপরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপকুমার ভকত তার মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাসভবন রাজগ্রাম থেকে মুরারই এক নং ব্লকের সাতটি রেজিস্টার ক্লাবের হাতে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করলেন।

৫ তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্ষমতায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের ৫ কর্মী সমর্থককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো আইএসএফ এর দিকে। গুরুতর জখম অবস্থায় ৫ তৃণমূল কর্মী সমর্থক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে জীবনতলা থানার সারেঙ্গাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গেশ্বর এলাকায়।

সূত্রের খবর ভোট পরবর্তী সময়ে জীবনতলা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক গন্ডগোলে ঘরছাড়া হয়ে অন্যত্র বসবাস করছিলেন বেশকিছু আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা।

এরপর স্থানীয় বিধায়ক সওকত মোল্লার নেতৃত্বে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ঘরছাড়া আইএসএফ কর্মীদের ঘরে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই মতো গত ১০/১২ দিন আগেই বেশকিছু আইএসএফ কর্মী ঘরে ফিরে আসেন। এলাকায় ছিল শান্তি। অভিযোগ বুধবার সন্ধ্যায় আতিয়ার মিস্ত্রী, রেজাউল মিস্ত্রী, রহিম মিস্ত্রী, রহমান মিস্ত্রী সহ ১০/১৫ জন আইএসএফ কর্মীসমর্থক আগ্নেয়াস্ত্র, লোহার রড, ধারালো অস্ত্র, লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আচমকা তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমণ করে

বেধড়ক মারধর শুরু করে। পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ও অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় তৃণমূল কর্মী সমর্থক বাপ্পা নায়েক, সমর সরদার, হাজরা নাইয়া, পরিতোষ নায়েক, নিতাই নায়েকরা। অন্যান্য তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা জখমদের রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চলছে জখমদের চিকিৎসা। জখম তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বাপ্পা নায়েক, সমর সরদার, হাজরা নাইয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য জাকির মিস্ত্রী জানিয়েছেন এলাকায় শান্তির পরিবেশ বজায় ছিল। নির্বাচনের সময় আইএসএফ কর্মীরা নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল পাকায়। তার মধ্যে বেশকিছু আইএসএফ কর্মী ঘরছাড়া হয়ে দীর্ঘদিন এলাকার বাইরে ছিল। বিধায়ক ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ঘর ছাড়াদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করেছিল। সেই মতো ১০/১২ দিন আগে ঘর আইএসএফ কর্মী সমর্থক ছাড়াদের ঘরে ফেরানো হয়। ঘরছাড়ারা ঘরে ফিরেই অতর্কিতে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালিয়ে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছে। ঘটনায় আমাদের পাঁচজন গুরুতর জখম হয়েছেন।

স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব ঘটনার বিষয়ে জীবনতলা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা।

হাওড়া ডোমজুড়ের স্বর্ণ শিল্পীরা দিশাহারা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া'র ডোমজুড় এই নামটি মনে পড়লেই প্রথমেই মনে পড়বে এখানকার স্বর্ণ শিল্পের কথা। এখানকার দক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরী সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার যা এ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও সুনাম অর্জন করেছে। আর এখান থেকে কারিগর এ দেশের বিভিন্ন রাজ্য তো বটেই বিদেশেও কাজ করে চলেছে। ওই কারিগরের সংখ্যা কম নয় কয়েক হাজার ও সারা রাজ্য মিলিয়ে লক্ষাধিক। প্রথম লকডাউনে তাদের অসহায় দৃশ্য যেমন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তেমনি তাদের সংখ্যাও দেখেছে সকলে। আসলে হাওড়া তথা আমাদের রাজ্যে এই সকল স্বর্ণ শিল্পীরা ভিন রাজ্য ও বিদেশে পাড়ি জমায় শুধু মাত্র কিছু বাড়তি উপার্জনের জন্য। সংসারে একটু সুখের আশায়। যদিও বর্তমানে এই শিল্প চলছে ভাঁটার টানে। কেউ কেউ মনে করছে সোনার দামের জন্য আবার কেউ মনে করে জুয়েলারি শিল্পে নতুন নতুন মেশিন আবিষ্কারের ফলে। আর তাতে যেমন তৈরী হচ্ছে স্বর্ণালঙ্কার তেমনি ওই একই পদ্ধতিতে পিতল ও তামার অলঙ্কার মানে ইমিটেশনের অলঙ্কার তৈরী হচ্ছে। আসলে হাতের তৈরী সেই সুন্দর সুন্দর সোনার গহনা হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আর রুজি রোজগারে পড়েছে টান। তবু আজও যুদ্ধ তাদের এই হস্ত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার। এই জুয়েলারি শিল্পই তাদের রুজি রোজগার। করোনা মহামারির ফলে প্রথম লকডাউনেই ভিন রাজ্য ও বিদেশ থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে অন্য পেশার শ্রমিকদের মতো স্বর্ণ শিল্পীরাও। দিনের পর দিন কাজ হারিয়ে ঘরে। কিছুটা পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ায় আবারও

পাড়ি জমিয়ে ছিল ভিন রাজ্যে ও বিদেশে এই সব স্বর্ণ শিল্পীরা। কিন্তু ভাগ্য তাদের সাথ দেয়নি। আবারও চলে আসতে হলো নিজেদের বাড়ি। করোনা মহামারির ফলে এই সব শিল্পীদের জীবন জীবিকা দুরূহ হয়ে পরেছে। এমনিতেই নুন আনতে পানতা ফুরায়। তা উপর দিনের পর দিন কাজ হারিয়ে দিশাহারা। তাই আজ সংসারে মানুষ গুলোর মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতে কেউ কলকারখানায়, কেউ সবজি বিক্রেতা, কেউ মাছ বিক্রেতা, কেউ ফল বিক্রেতা এই ভাবেই তারা জীবনে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তারা। যে হাত একদিন সুন্দর সুন্দর স্বর্ণালঙ্কার তৈরী করে তার ঝকমকে আলোয় সকলকে আলোকিত করতো হাতই আজ ক্ষত বিক্ষত। ডোমজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েক শতাধিক কিম্বা কয়েক হাজার দোকান আজ লকডাউনের ফলে এখন তালা বন্ধ। শুধু মসজিদ বিল্ডিংটায় কয়েক শতাধিক দোকান রয়েছে। যদিও ডোমজুড়ের মধ্যে যত দোকান রয়েছে সোনার কাজ খুব কম দোকানেই হয়। সোনার দাম বাড়া বা কাজের জোগান না ও মেশিন আবিষ্কারের ফলে সোনার কাজ ছেড়ে তামা পিতলের অলংকার তৈরী করতে শুরু করেছ সকলে। সামান্য বেতনে তবুও স্বর্ণ শিল্পীরা তাদের সংসার কোনো ক্রমে চালিয়ে নিচ্ছিল কিন্তু করোনা মহামারি আর তার ফলে লকডাউন দিশেহারা সকলেই। এখন সরকারি সাহায্যই পারে তাদের বাঁচাতে। যদিও বিগত সরকারের আমল থেকে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে বহু প্রতিশ্রুতি স্বর্ণ শিল্পীদের দেওয়া হয়েছে । কিন্তু ভোট চলে গেলেই আবার সকলে ভুলেও গেছে। এখন বর্তমানে এই করোনা পরিস্থিতিতে সরকার তাদের পাশে থাকার আশায় স্বর্ণ শিল্পীরা প্রতীক্ষায় আছে। দিশেহারা স্বর্ণ শিল্পীদের পাশে থেকে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া জন্য প্রশাসনের দিকেই সকলেই চেয়ে।

ডাকাত কালীর ঘাট আবর্জনা মুক্ত করতে এগিয়ে এল স্থানীয় যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছু মানুষের বদ অভ্যাসে জয়নগর থানা এলাকার বেশির ভাগ পুকুর ঘাট আবর্জনায় ভরে গেছে। দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। ইতিহাসে উল্লেখিত আছে আদি গঙ্গা জয়নগরের উপর দিয়ে চলে গেছে বহু কাল ধরে। সেই আদি গঙ্গার ঘাট গুলো এখন পরিত্যক্ত, নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ। আর জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের তিলিপাড়া এলাকার আদি গঙ্গা তীরবর্তী ডাকাত কালীর ঘাট সংস্কারে এবার এগিয়ে এল স্থানীয় মানুষজন। তাদের চেষ্টায় রবিবার সকাল থেকে আদিগঙ্গা তীরবর্তী দুটি ঘাট পরিস্কার করার কাজ হচ্ছে

জয়নগর তিলি পাড়ায়। জয়নগর তিলিপাড়া ডাকাত কালী মন্দির ঘাট বলে ইতিহাসে উল্লেখিত এই ঘাট দুটি বহু দিন ধরে নোংরা আবর্জনায় ভর্তি হয়ে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল। তাই এই ঘাট দুটি পরিস্কার করে সাধারণ মানুষের ব্যবহারযোগ্য করার কাজ শুরু করলো এই এলাকার কিছ যুবক। আর এই কাজে এলাকার মানুষের সাথে এ দিন হাত মিলিয়ে কাজ করলো স্থানীয় যুবক সমাজসেবী গৌরচাঁদ নন্দী। তিনি বলেন, ৮-১০ বছর ধরে মানুষ তাঁর দৈনন্দিন ব্যবহার করা জিনিষপত্রগুলো ব্যবহার করার পর এই ঘাট গুলিতে ফেলে দিত। আর আস্তে আস্তে তা আবর্জনার ভান্ডার হয়ে যায়। নোংরা থেকে জীবাণু ছড়াচ্ছিল। পরিবেশ দূষিত হচ্ছিল। তাই জলের সমস্যা সমাধান, পরিবেশ দূষণ থেকে এলাকাকে মুক্ত করা সহ ইতিহাসখ্যাত এই ঘাট দুটি সংস্কারে আমরা কিছু যুবক এগিয়ে এসে এই কাজটা শুরু করলাম। আমরা চাই জয়নগর এলাকার মানুষ এগিয়ে এসে নিজেদের আশেপাশের সব ঘাটগুলি পরিস্কার করে আবার ব্যবহারযোগ্য করে তুলুক ।

পুকুরের জলেই মিটবে পানীয়ের সমস্যা

অরিজিত মন্ডল : ঠিক একটা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বিভীষিকাময় ছবি দেখল গোটা বাংলার মানুষ। আম্ফানের ঠিক একটা বছর পার হতে না হতেই আবারো আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় ইয়াশ এবং যার ফলে প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের আবারো বড়সড় ক্ষতির সম্মুখীন হল মানুষেরা। ঘূর্ণিঝড় ইয়াশ এর ফলে নদীর যে জলোচ্ছ্বাস তার ফলেই ডুবে গেছে সমস্ত পানীয় জলের কল, যার ফলে জল সমস্যায় ভুগছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা। আর যা নিয়েই বিক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে মানুষজনের মধ্যে । কুলপি বিধানসভা এলাকার বেলপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জমাদার পাড়া এলাকায় জল সমস্যায় সাধারণ গ্রামবাসীরা, ঠিকঠাক মতন পানীয় জল পাচ্ছিল না তারা তা নিয়েই বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। সেই খবর পাওয়া মাত্রই প্রশাসনিক আধিকারিক ও পঞ্চায়েত এর সমস্যা সমাধান করা হয় গ্রামবাসীদের। পাশাপাশি নামখানা ব্লক প্রশাসন ও নামখানা বিধায়ক সমীর কুমার জানার উদ্যোগে শুরু হল অত্যাধুনিক মেশিন এর মাধ্যমে পানীয় জলের পাউচ তৈরির কাজ। যা তৈরি হবার পর পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। মূলত পাথর প্রতিমার বিস্তীর্ণ এলাকা নদীর নোনা জল ঢুকে যাওয়ার ফলে প্লাবিত হয়েছে আর তাই অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে পুকুরের জল ব্যবহার করে পানীয় জলে রূপান্তরিত করে মানুষের কাছে

পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তাই মানুষকে পরিষেবা দিবে একদিকে যেমন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে প্রশাসন ঠিক তেমন এগিয়ে আসছে দলীয় কর্মীরা। এই বিষয়ে পাথর প্রতিমার গ্রাম পঞ্চায়েতের জনস্বাস্থ্য আধিকারিক সুভাষ বর্মন জানায় মূলত প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় নোনা জলে প্লাবিত হয়ে গেছে বেশিরভাগ গ্রাম আমরা অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে সেই পুকুরের জল ব্যবহার করেই পানীয় জলে রূপান্তরিত করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, যাতে মানুষের অনেকটাই সুবিধা হচ্ছে।

আমাদের বাঁচান না হলে বিষ

প্রথম পাতার পর

তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের কাছ থেকে ৫০৩২ কোটি টাকা নদীবাঁধ তৈরির জন্য নিয়ে এলেও তার মধ্যে মাত্র এক হাজার কোটি টাকার মতো খরচ করে সুন্দরবনের বেশ কিছু এলাকায় কয়েক কিলোমিটার নদীবাঁধ তৈরি হলেও বেশীরভাগ এলাকায় এখনও সেই আয়লার নদীবাঁধ নির্মাণ হয়নি। পাশাপাশি সেই বরাদ্দকৃত টাকায় নদীবাঁধ না হওয়ায় কেন্দ্রের কাছে ফেরত চলে যায়।

বর্তমান মমতা ব্যানার্জী সরকারের কাছে দুর্গত সুন্দরবনবাসীদের একটাই দাবি আয়লা, ফণি, বুলবুল, আম্ফান এবং ইয়াস অনেক দাপট চালিয়েছে সুন্দরবনের উপর। আর যাতে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দাপট দেখাতে না পারে তার জন্য সুন্দরবনের নদীবাঁধ কংক্রিটের তৈরি করে নিশ্চিন্তে বাঁচতে দেওয়া হোক।

ফলবে সোনা

প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য পূর্বে দফতরের তরফ থেকে পাম্প বসিয়ে দেওয়া হলেও আনুষঙ্গিক কিছু খরচ চাষিদেরকেই বহন করতে হতো। এছাড়াও তিনি আরও জানান, এখনও পর্যন্ত পাওয়া হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১৬ হাজার ৫৬৩ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই হিসাব আরও বাড়তে পারে। কারণ কিছু কিছু জেলার হিসাব এখন পুরোপুরি হাতে পাওয়া যায় নি। তিনি কৃষক এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কাছে সরকারের তরফ থেকে সাহায্য পাওয়ারে জন্য ৩ তারিখ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত যে আবেদনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে সেই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে আবেদন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তার আধিকারিকদের এই ত্রাণ বন্টনের জন্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করার কথাও বলেছেন, তিনি বলেন কোনও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে না বলে দেওয়া খুব সহজ কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করলে একজন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সাহায্য পেতে পারেন সে ব্যাপার আধিকারিকদের মানবিক হওয়ার কথা বলেছেন। সর্বস্ব হারা চাষিরা যাতে অবিলম্বে সরকারী সাহায্য পেতে পারেন, সেটা দেখা রাজ্য সরকারের একমাত্র কর্তব্য বলে তিনি আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দেন।

বার বার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ও বাঁধ সমস্যার কারণে গ্রামের পর গ্রাম চাষযোগ্য জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার মাসুল গুনতে হয় চাষিদের এবং চাষে ক্ষতি হলে সেই ধাক্কা গিয়ে লাগে দৈনন্দিন বাজারে। একবার নোনা জল ঢুকে গেলে বহু বছর লেগে যায় সেই ধান জমিকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে। আর তার সাথে সাথে প্রভাব পড়ে অর্থনীতিতে। মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিজ্ঞানীরা ৬ ধরনের বীজধান আবিষ্কার করেছেন যেগুলি নোনাজলেও চাষ করা সম্ভব হবে। এই বীজধান চাষিদের মধ্যে বন্টনের জন্যও আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তিনি। চাষিরা এই আবিষ্কারে আশার আলো দেখবে এবং কৃষিক্ষেত্রে এক অন্য বিপ্লব আনবে বলে আশাবাদী কৃষিমন্ত্রী যা সব দিক থেকেই সুফল এনে দেবে কৃষিক্ষেত্রে।

ভাঙনের ভয়ে

প্রথম পাতার পর

সেই মতো বরাদ্দ হবে ক্ষতিপূরণের অর্থ। প্রশাসনের এত তৎপরতার মাঝে প্লাবিত বাঁধের দিকে চেয়ে সেই অমোঘ প্রশ্নটা করলেন বহু ভাঙন দেখা প্রবীণ গোসাবাবাসী– কিন্তু এরপর? সামনে আসছে আরও একটা কোটাল, আসছে বর্ষা, ততদিনে আমরা বাঁচবো তো? ক্ষতিপূরণ পেতে পেতে আবার একটা ক্ষতির মুখে হয়তো শেষ হয়ে যাবে শেষ বাঁধনটাও। বৃদ্ধের কথায় নোনা জল বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। থাবা বসালে আর রক্ষা নেই। নোনা জল ছোবল মারে দুবার। একবার ঢোকার সময়, আর একবার বেরোবার সময়। দুই ছোবলে ভেসে যায় মাটির ঢুনকো বাঁধের আগল। একই আশঙ্কায় ভুগছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। তিনি ১১ ও ২৬ জুন–এ সামনের দুটো কোটাল নিয়ে ইতিমধ্যেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন বাঁধ মেরামতির। ছল ছল চোখে পরিবারের মাঝে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধটি জানালেন, বড় দেরিতে চোখ খুলল গো বাবু। রোদের তেজে বাঁধে দেওয়া নতুন মাটি যদি বসে যায় তবে রক্ষে না হলে ফের ভেসে যেতে হবে অজানা জীবনে।

জিমস্ হাসপাতালে টিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে এই প্রথম কোনো বেসরকারী হাসপাতালে ১৮ বছরের উর্দ্ধে পুরুষ ও মহিলাদের করোনা টিকা দেওয়া শুরু হল। বজবজ থানার অন্তর্গত জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটালে গত ৪ জুন টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়। চোখে পড়ল কোভিড প্রোটোকল মেনে ১৮ বছরের ছেলে মেয়েরা তাদের নাম নথিভুক্ত করে টিকা নিচ্ছেন। কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজের জন্য নেওয়া হচ্ছে এক হাজার টাকা। রেজিস্ট্রেশন ফি ২০ টাকা। টিকা নেওয়ার পর অনেকেই জানালেন যে তারা সরকারি ভাবে টিকা নিতে পারতেন, কিন্তু প্রচুর মানুষের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াতে হতো। তাছাড়া এখনও টিকার পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। তাই জিমস্ হাসপাতালে সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে টিকা নিতে পেরে তারা খুশি।

হাসপাতালের সিইও দীক্ষা মুখার্জী জানালেন, প্রথম দিনেই ভালো সাড়া পাওয়া গেছে। প্রতিদিন ৩০০ জনকে টিকা দেওয়া হবে। প্রথম ডোজের জন্য ১০০০ টাকা লাগছে। দ্বিতীয় ডোজের ক্ষেত্রে যেমন কেনা হবে, তেমন ভাবেই দাম নির্ধারণ করা হবে।

অক্সিজেন পরিষেবা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বিবিরহাট এসডি-৮ বাস স্ট্যান্ডে মানুষ মানুষের জন্য সংস্থা কোভিড আক্রান্ত পরিবারদের জন্য বিনামূল্যে অক্সিজেন পরিষেবা কেন্দ্র করেছে। গত ১৪ মে থেকে বিশিষ্ট সমাজসেবী রমজান আলি সেখ এই পরিষেবা দিয়ে আসছেন। তিনি বলেন, অনেক দুঃস্থ মানুষ বিশেষ করে যারা বাড়িতে থেকে করোনার চিকিৎসা করছেন, তারা অক্সিজেন পাচ্ছে না। তাদের কথা মাথায় রেখে এই পরিষেবার ব্যবস্থা। মূলতঃ সাতগাছিয়া বিধানসভার মানুষের জন্য এই পরিষেবা। তবে বিষ্ণুপুর ফলতা এবং বজবজের কিছু মানুষও এই পরিষেবা পেয়েছেন। রমজান বাবু বলেন, মানুষ হয়ে মানুষের পাশে থাকতে হবে। এটা সকলের দায়িত্ব। এই পরিষেবা কেন্দ্রের ফোন নম্বর– ৯৮৩১৩৪১৫৮০/৯৮৩০৮০৭৪৮৪

সম্পত্তি কর জমায় ছাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থা ছাড়সহ সম্পত্তি কর প্রদানের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে পুরসংস্থার পুর মহাধ্যক্ষ বিনোদ কুমার জানান। চলতি বছরের (২০২১ – '২২) সম্পত্তিকর বিলের প্রথম কোয়ার্টারের ছাড়সহ কর প্রদানের (রিবেট) মেয়াদ ৩১ জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রথম কোয়ার্টারের রিবেটের মেয়াদ ছিল ১১ জুন ২০২১ পর্যন্ত। আপাতত দ্বিতীয় কোয়ার্টারের রিবেটের মেয়াদ আছে ২৭ অগস্ট ২০২১ পর্যন্ত।

পুরসংস্থার যে কোনও কর আদায় কেন্দ্রে (ট্রেজারি কাউন্টার অথবা ই–কলকাতা নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্র) সম্পত্তি কর জমা করতে পারবেন। এছাড়াও অনলাইনেও জমা করতে পারবেন। বিবেকবাবু আরও জানান, কলকাতা পুরসংস্থা ২০২১ – '২২ অর্থবর্ষের সম্পত্তি করের বিল ইতিমধ্যেই সম্পত্তি করদাতাদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়েছে। যদি কোনও কারণে বিল না পৌঁছোয় তবে ট্রেজারি কাউন্টার বা ই–কলকাতা নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্রে ডুপ্লিকেট বিল কাউন্টার থেকে সম্পত্তি কর বিলের প্রতিলিপি (ডুপ্লিকেট) সংগ্রহ করে নেবেন।

যৌন কর্মীদের পাশে গৌরী ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনায় প্রতিটি মানুষ এখন বিপদে। সবাই এই পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত খুঁজছে । এমন পরিস্থিতিতে গত ৩১ মে বেলা ২ টার সময় এনজিও গৌরী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কলকাতার সোনাগাছির অসহায় যৌন কর্মী ও দুঃস্থ মানুষদের পাশে থাকার এক প্রচেষ্টা (অনুষ্ঠান নয়) করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন এই সংস্থার কর্ণধার অঙ্কিত দাস, ডক্টর ডি আশিস, পরিচালক সৌম্যজিৎ আদক, সাগুফতা রেহমান, নিকিতা ধামিজা ও টিমের অন্যান্য সদস্যরা।

করোনা রোগ থেকে রক্ষা পেতে নানান সতর্কতার বার্তা দেওয়া হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় রেশন দেওয়া হয়েছে ওই এলাকার যৌন কর্মী ও দুস্থ মানুষদের। দেওয়া হয়েছে করোনা থেকে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য মাস্ক, স্যানিটাইজার।

আসুন সবাই মিলে এই করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করি। মনুষত্বের জয় হোক

হিন্দ সংঘের সদস্যরা 'যশ'–এর পরের দিনই এলাকায় বেরিয়ে পড়েছিল ত্রাণ সংগ্রহের জন্য। তাদের হাত শক্ত করবার জন্য পাশে এসে দাঁড়িয়েছে 'নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি'। প্রথম দিন থেকেই এলাকার মানুষ তাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছে। শুধু এলাকারই নয় অনলাইনের মাধ্যমে প্রচারেও বহু দূর দুরান্ত থেকে এসে পৌঁছেছে অর্থ সাহায্য। চার থেকে পাঁচ দিন ধরে সংঘের সদস্য শুভম দে, কৌনিশ ভট্টাচার্য, সেখ সেলিম, শ্রীদীপ রায়, সঞ্চারী ঘোষ, সমীর দে, নন্দগোপাল ঝাঁজ সহ আরও অনেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে অর্থ সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য। এরপর ১ জুন সংঘের সামনে থেকে কিছু সামগ্রী জামাকাপড় ও অর্থ সাহায্য হিন্দ সংঘের পক্ষ থেকে ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে। তারা সেই সব জিনিস নিয়ে সুদূর কুলতলীতে রওনা দেয়। এছাড়াও হিন্দ সংঘের সাহায্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রত্যন্ত কুমীরমারী দ্বীপে ৪ জুন থেকে শুরু করেছে সেবা কাজ। এছাড়াও আরও বিভিন্ন দ্বীপে পৌঁছে দেওয়া হবে অর্থ সাহায্য সহ অন্যান্য সামগ্রী। সদস্যরা জানান, এমন কাজ করে তারা খুব আনন্দিত তবে তেমন কিছুই নয় শুধু এক বিশাল কর্মযজ্ঞে একমুঠো দান। তবে এটাই বিশ্বাস অন্যান্য সহৃদয় মানুষ এবং সংগঠনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাতেই দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো যাবে। কারণ বিন্দুতেই হয় সিন্ধু।

এক নজরে বিধায়কদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

বরুন মণ্ডল : রাজ্যের সপ্তদশ বিধানসভার ২৯২ জন বিধায়কের মধ্যে ১০৭ জন সদস্য ঘোষণা করেছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে, ১৮৩ জন ঘোষণা করেছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা তার বেশি। ৩ জন সদস্যের ডিপ্লোমা আছে। ১৪৪ জন সদস্য জানিয়েছেন তাদের বয়স ২৫–৫০ বছরের মধ্যে আর ১৭৮ জন জানিয়েছেন তাদের বয়স ৫১–৭৭ বছরের মধ্যে। এবারের বিধানসভায় বিজয়ী মহিলা সদস্য হলেন ৪০ জন। উল্লেখ্য, ২০১৬–র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মহিলা সদস্য ছিলেন ওই ৪০ জনই। ২০২১–এর বিধানসভায় পুনঃনির্বাচিত বিধায়ক হলেন ১৩০ জন। তৃণমূল কংগ্রেস দলের ১২১ জন। আর বিজেপি দলের ৯ জন। এবারের বিধানসভায় উচ্চ সম্পদের অধিকারী প্রথম ১০ জন সদস্য হলেন, কসবার আহমেদ জাভেদ খান, জোড়াসাঁকোর বিবেক গুপ্তা, শিবপুরের মনোজ তেওয়ারি, কালিম্পংয়ের রুদেন সদা লেপচা, দুর্গাপুর পূর্বের প্রদীপ মজুমদার, হাওড়া দক্ষিণের নন্দিতা চৌধুরী, বীরভূম জেলার হাসানের ডা. অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, মহেশতলার দুলাল চন্দ্র দাস, কলকাতা বন্দরের ফিরহাদ হাকিম, উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের রাজু চক্রবর্তী (রাজ)।

এবারের বিধানসভায় ২৯২ জন সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় – সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর সদস্য রয়েছেন ১ জন, সাক্ষর সদস্য – ১ জন, অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ সদস্য–১৬ জন, মাধ্যমিক পাস সদস্য–২৯ জন, উচ্চমাধ্যমিক পাস সদস্য – ৬২ জন, স্নাতক সদস্য – ৭০ জন, পেশাদারী স্নাতক সদস্য – ৪৪ জন, পোস্ট গ্রাজুয়েট সদস্য – ৫৯ জন, ডক্টরেট সদস্য – ৭ জন ও ডিপ্লোমা সদস্য – ৩ জন। ২৫ – ৩০ বছর বয়সের সদস্য – ৪ জন, ৩১ – ৪০ বছর বয়সের সদস্য – ৩৬ জন, ৪১ – ৫০ বছর বয়সের সদস্য – ৭৪ জন, ৫১ – ৬০ বছর বয়সের সদস্য – ৭৭ জন, ৬১ – ৭০ বছর বয়সের সদস্য – ৭৭ জন এবং ৭১ – ৮০ বছর বয়সের সদস্য – ২৪ জন।

''মাস্ক পরে বোরোবে তুমি তোমার জীবন ভীষণ দামী''
সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও বিশ্বরূপ দে–র প্রচেষ্টায় ২০ হাজার মাস্ক বিতরণ কর্মসূচির নবম দিন।

১৮ উর্ধ্বদের কোভিড ভ্যাকসিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সময় মতো যথেষ্ট পরিমাণ ভ্যাকসিন পাওয়া গেলে ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত ভ্যাকসিনের প্রকিউরমেন্টের ব্যবস্থা হলে আগামী ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যেই শহর কলকাতায় যাদের বয়স ১৮ ও ১৮ উর্ধ্বে, তাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিতে চলেছে কলকাতা পুরসংস্থা। ৩১ মে কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য বিষয়ক বৈঠক শেষে, পুরসংস্থার প্রশাসকমন্ডলীর পুর স্বাস্থ্য দফতরের সদস্য বিধায়ক অতীন ঘোষ এমনই আশার কথা শোনালেন। পাশাপাশি শহর কলকাতার ১০২ (কলকাতা পুরসংস্থার নিজস্ব) টি ও ১১ (মেগা সেন্টার) টি মোট ১১৩ টি কেন্দ্র সঙ্গে আরও তিনটি মেগা সেন্টার থেকে ষাটোর্ধ ব্যক্তিদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ আজ ৩১ মে থেকে আবার শুরু করা হলো। প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১ পর্যন্ত এই ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চালানো হবে। কলকাতা পুরসংস্থা আগামী কিছু দিনের মধ্যেই শহর কলকাতা জুড়ে পুরসংস্থার ১৪৪ টি আপার প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার (ইউপিএইচসি) থেকেই ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ দেওয়ার কাজ শুরু করবে বলে জানান অতীনবাবু। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১৮ বছরের উর্ধ্বে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হলে নিয়মের আর কোনও বাঁধন থাকবে না, সকল বয়সের ব্যক্তিরা ভ্যাকসিন পাবেন।

ত্রাণ বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর কে জি আর এস পথ রাস্তা চাঁপদানী শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের অফিস। সেই কমিটির উদ্যোগে ৩০ মে রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর ব্লকের অন্তর্গত শঙ্করপুর সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ইয়াস ঘূর্ণিঝড় এবং কোটালের জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কায় জেলায় বিপর্যস্ত অবস্থা। সেখানে হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন ত্রাণ শিবিরে। সেই সমস্ত সংকটগ্রস্ত ঘরছাড়া মানুষদের ভদ্রেশ্বর স্টেশন রোড এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস থেকে সেখানে গিয়ে ১ হাজার পরিবারের হাতে ত্রাণের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। ভদ্রেশ্বর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা চাঁদা তুলে ত্রাণের গাড়ি নিয়ে মেদিনীপুর গিয়ে শুকনো খাবারের রেশন বিলির কাজ করেন। এই মহৎ কাজটির নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের সেক্রেটারি খোকন সরকার। তিনি বলেন, এই দুর্দিনে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা খুব সামান্য সাহায্যই ওদের করেছি। অসময়ে মানুষের পাশে থাকতেই হবে। ওইদিন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, আশিস রায় (কেবাই), স্বপন কুণ্ডু, কুসুম কর্মকার, পার্থ দেওয়ান, সুশান্ত বিশ্বাস (বাবুয়া), দেবু রায়, বাপন সরকার প্রমুখ।

পরিত্যক্ত বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙতে অধিকার চায় কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার মূলত উত্তর–মধ্যাঞ্চলস্থিত পরিত্যক্ত বাড়িগুলি নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে ও ঝড়ের সময়কালে অনেক জায়গায় পরিত্যক্ত–বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে পরার আশঙ্কা রয়েছে। বছরের পর বছর বাড়তি কেউ থাকে না। এটার বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে একটা আইন–নীতি নির্ধারণ করার বিষয়ে একটা প্রস্তাব দেবো বলে জানান কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক – রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একটা আইন প্রণয়ন করা যায়, যাতে পুরসংস্থার হাতে সেই ক্ষমতা থাকে। পরিত্যক্ত–বিপজ্জনক বাড়ি অথচ কেউ বসবাস করে না। সেই বাড়িটি যদি ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা পুরসংস্থার হাতে দেওয়া হয়। তাহলে বাড়িটি ভেঙে পরে কারোর আহত বা নিহত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

এবার কেআইআইপি–৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার সংযুক্ত এলাকার বেশ কিছু অংশে বর্ষার জল জমছে। আসলে সেখানে কোনও ড্রেনেজ সিস্টেমই তৈরি হয়নি। এডেড এরিয়ার কিছু কিছু এলাকায় কেইআইআইপি প্রকল্পে নিকাশি নালা তৈরি হয়েছে। আর কলকাতার সংযুক্ত এলাকার কিছু এলাকা এখনও কেইআইআইপি প্রকল্পে আসেনি। সেজন্য কলকাতা পুরসংস্থার সংযুক্ত এলাকার ওই সমস্ত অংশে নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কেইআইআইপি – ৩ প্রকল্পের আওতায় চার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। ওয়ার্ডগুলি এরকম বেহালা–ঠাকুরপুকুর এলাকার ১২৫ (ঠাকুরপুকুরের পশ্চিম), ১২৬ (পশ্চিম বড়িশা), ১২৭ (সরসুনার বিস্তীর্ণ অংশ), ১২২ (মহাত্মা গান্ধী রোড), ১২৩ (সখের বাজার–বড়িশা পূর্ব), ১২৪ (ঠাকুরপুকুর পূর্ব), ১৪২ (জোকা), ১৪৩ (জোকা), ১৪৪ (জোকা) এবং যাদবপুর এলাকার আরও কয়েকটি ওয়ার্ড।

শিশুর হাতে খাদ্য সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহামারি করোনা, বুদ্ধপূর্ণিমার ভরা কোটাল আর ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের ত্রিফলার ধাক্কায় বিপর্যস্ত সুন্দরবনের মানুষজন। সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ এখন দিশাহারা। এই অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে এল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিমাদ্রি মিশন। ৩০ মে সোমবার প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত দুর্গামণ্ডপে হিমাদ্রি মিশনের উদ্যোগে এবং কলকাতার ইন্দ্রানী সেনের তত্ত্বাবধানে রূপা গাঙ্গুলি, রিয়া দে– সহ বেশকিছু স্বহৃদয় ব্যক্তির আর্থিক সহযোগিতায় দুর্গামণ্ডপ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গামণ্ডপে শতাধিক সুজির প্যাকেট, সোয়াবিন প্যাকেট, বিস্কুট প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের বোতল তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক নিতাইপদ মণ্ডল, অধ্যাপক ড. সঞ্জিত জোতদার, সাংবাদিক হিমাদ্রিশেখর মণ্ডল, সাংবাদিক ভক্তরাম সর্দার, সমাজসেবী নিত্যানন্দ রায়, শিক্ষিকা রীনা মণ্ডল, শিক্ষিকা বাসন্তী রায়, শিক্ষিকা সরস্বতী মণ্ডল প্রমুখ। হিমাদ্রি মিশনের সভাপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সঞ্জিত জোতদার বলেন, 'কলকাতার কিছু স্বহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে আমরা সুন্দরবনের অসহায়

শিশুর হাতে শুকনো খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জল তুলে দেওয়া হয়। শিশুদের হাতে মুড়ির প্যাকেট, চিড়ের প্যাকেট, ছাতুর প্যাকেট, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি মাত্র। ভবিষ্যতেও হিমাদ্রি মিশনের পক্ষ থেকে আমাদের এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।'

অবহেলার চাদরে মোড়া ইতিহাসের চাঁদমারি

সুব্রত দেবনাথ : ভারতবর্ষ যার নামের মধ্যেই এক জটিল ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে।এই উপমহাদেশের বৃহ সড়ক পথ থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের মেঠো পথের মধ্যে লুকিয়ে আছে ইতিহাস। শুধু ইতিহাস নয় অজানা ইতিহাস এমন কত ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে যা আমরা আজও জানি না। শিল্প,সাহিত্য, ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ এই দেশের অধিকাংশ ইতিহাসের নিদর্শনগুলি আজও অবহেলার চাদরে মোড়ানো রয়েছে। কারণ আমরা ভারতবাসীরা বৃহ স্থাপত্য নিদর্শন গুলিকেই বেশি মর্যাদা দিয়েছি, যে কারনে মাঝারি ও ক্ষুদ্র স্থাপত্য গুলি অবহেলার জন্য হারিয়ে যেতে চলেছে। সে গুলির উদাহরণ দিতে গেলে তার তথ্য ধারাবাহিক উপন্যাসে পরিণত হবে, তাই এই বিষয়টি নীচে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরলাম।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত একাধিক মন্দির স্থাপত্য যা আজও অবহেলার কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে, তাদের স্থাপত্যের জৌলুসের সাথে ইতিহাসের মর্যাদাও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।কাটোয়া মহাকুমারের শ্রীবাটী গ্রামে রয়েছে অপূর্ব কারুকার্যের একত্রিত তিনটি শিব মন্দির যা শ্রীবাটী ত্রিমন্দির নামে পরিচিত। তার সংলগ্ন গ্রাম সিঙ্গি গ্রামে রয়েছে একটি ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির সেটি এমন ভয়াবহ অবস্থায় রয়েছে যে, মন্দির সংলগ্ন একটি পুকুরের দিকে আর কিছুদিনের মধ্যেই ধসে পড়বে। খুব শীঘ্রই সংস্কার না করলে হয়তো আমরা কিছুদিনের মধ্যে হারিয়ে ফেলবো মন্দিরটির সাথে তার অজানা ইতিহাসকে। কাটোয়ার রেলস্টেশন থেকে দাঁইহাট রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী অঞ্চল বেড়া গ্রামে রয়েছে একটি জোড়া শিবমন্দির, সেই মন্দিরের জৌলুস বলতে আর কিছুই নেই বছরখানেক আগে একবার দায়সারা অবস্থায় সংস্কার হলেও তাকে তার ঠিক মর্যাদা দেওয়া হয়নি। স্থানীয় মানুষ জনের কাছ থেকে শোনা যায় মন্দিরটির দেওয়াল থেকে টেরাকোটার অলংকরণগুলি অধিকাংশই চুরি হয়ে যায়। একবার ভেবে দেখুন কি করুণ পরিস্থিতি ।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত কাশিপুর গ্রামে একটি বৃহৎ সোনাঝুরি গাছের বাগানের মধ্যে রয়েছে এক স্থাপত্য যা দেখে আমার মনে হয় এটি ইউরোপীয় তথা খ্রিস্টান সংস্কৃতির একটি স্মৃতিসৌধ বা সমাধি সৌধ।

তবে আমাকে যে বিষয়টি একটু বিচলিত করেছিল সেটি হল, এই সৌধটির পাশেই রয়েছে একটি বৃহ কুয়ো বা ইঁদারা আমি ভেবে পেলাম না স্মৃতিসৌধের পাশে কুয়ো বা ইঁদারা রাখার উদ্দেশ্য কি ছিল, জানি না এর পেছনে কি ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। এভাবে প্রত্যন্ত গ্রামীণ স্থাপত্য নিদর্শন গুলির প্রতি প্রশাসন তথা সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির অবহেলা চলতে থাকলে হয়তো কোনদিনো জানতেও পারবো না এগুলির সঠিক উদ্দেশ্য ও ইতিহাস কি ছিল। প্রাচীন সৌধগুলির কথা তো ছেড়েই দিলাম নতুন করে গড়ে ওঠা স্থাপত্য সৌধগুলির প্রতি যে অবহেলা তা খুবই লজ্জাজনক। নদীয়া জেলার পলাশী অঞ্চলে যেখানে নবাব সিরাজউদ্দৌলা আর রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর সেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিল যা পরবর্তীকালে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর ভারতের স্বাধীনতার পর

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান পিপলস ফোরাম–এর উদ্যোগে ২৫০তম পলাশীর যুদ্ধ দিবস উপলক্ষে ২৩ জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে তা আজ নির্মম অবজ্ঞা অবহেলা অযত্নে দাঁড়িয়ে রয়েছে সংস্কারের পথ চেয়ে। মাসখানিক আগে পলাশীর সেই স্মৃতিসৌধ দর্শন করতে গিয়ে খুবই লজ্জা লাগলো কারণ সৌধের সামনে গিয়ে দেখি দায়িত্বহীন ভাবে সৌধের প্রবেশদ্বারটি খোলা রয়েছে কিছুটা ইতস্তত বোধ হচ্ছিল ভিতরে প্রবেশ করতে, তারপর কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তা করে ভিতরে প্রবেশ করে দেখি ভিতরের প্রাচীরে দেওয়াল ঘেঁষে সর্বময় বুনো ঝোপ জঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। তারপর দেখি মাদকজাত দ্রব্যের পরিত্যক্ত প্যাকেট, মদের বোতল, বিস্কুটের প্যাকেট, পলিথিন আরো কত কি সহ আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে । ইতিমধ্যে বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে আমরা যে মাস্ক ব্যবহার করি সেই ব্যবহৃত দূষিত কিছু মাস্কও সেখানে পড়ে রয়েছে। দেখেছি আরও ভয়ঙ্কর দৃশ্য সে দৃশ্য দেখে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়। দেখি সৌধের গায়ে ধারালো ইট বা পাথরের টুকরো দিয়ে খোদাই করে লেখা রয়েছে একাধিক নাম তথা প্রেমিক–প্রেমিকাদের নামের প্রথম অক্ষর আরও বিভিন্ন শব্দ এমনকি নবাব সিরাজউদ্দৌলার আবক্ষ মূর্তিকেও তারা রেহাই দেয়নি, সিরাজউদ্দৌলার মূর্তি গায়ে লিখে রেখেছে একাধিক শব্দ অক্ষর।

আচ্ছা এইসব অপকার্য অবহেলার পিছনে দায়ী কি শুধুই প্রশাসন আর সংরক্ষণ সংস্থার উপর, আমার মনে হয় আমরা যারা ইতিহাস চর্চা করি বা নিজেদেরকে ইতিহাস অনুরাগী বলে মনে করি তাদের উপরেও সমানভাবে দায়ী। কারণ আমরা ইতিহাস চর্চা করে ইতিহাসের জ্ঞান সংগ্রহ করলেও ইতিহাসের উপাদানগুলিকে সংরক্ষণের কথা খুব একটা বেশি ভেবে থাকি না। আমারা অধিকাংশ দোষ চাপিয়ে দিই সরকার আর সংরক্ষণ সংস্থা গুলির উপর। আমরা ইতিহাস অনুরাগীরা যদি ইতিহাসের উপাদান গুলির সংরক্ষণের কথা প্রশাসন তথা সংরক্ষণ সংস্থাগুলির কাছে না জানাই তাহলে সকল ক্ষেত্রেই কি সমানভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে? একবার ভেবে দেখুন ইতিহাস চর্চা করাটা যেমন আমাদের দরকার ঠিক তেমনি ইতিহাসের উপাদানগুলিকে সংরক্ষণ করাটাও আমাদেরই কর্তব্য। আমরা যারা ইতিহাস চর্চা করি ইতিহাসকে ভালোবাসি তারা যদি ইতিহাসকে সংরক্ষণের কথা না ভাবি তাহলে হয়তো আমরা ইতিহাস থেকে শুধু জ্ঞানই অর্জন করে যাব ইতিহাসকে সংরক্ষণ করতে পারবোনা। ফলে হয়তো একদিন আমরা আমাদের সঠিক ইতিহাসকে জানতে পারবো না এমনকি অবহেলার কারণে একদিন মুছে যাবে আমাদের গৌরবময় সংগ্রামের ইতিহাস।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com